তারিখ ... 04 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

সংবাদ

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি আদায় নিয়ে রুল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রাথমিক ও অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফিসহ বিভিন্ন ফি আদায়ের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

গতকাল বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী ও বিচারপতি কাজী ইজারুল হক আকন্দের হাইকোর্ট বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই রুল জারি করেন। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব, অতিরিক্ত সচিব (টাস্কফোর্স), শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ, সংশ্লিষ্ট থানা শিক্ষা কর্মকর্তাকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

গত ৩ আগস্ট একটি জাতীয় দৈনিকে 'বৃত্তিপ্রাপ্তদের কাছ থেকেও টিউশন ফি আদায়!' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বিষয়টি গতকাল আদালতের নজরে আনেন আইনজীবী মো. আমির হোসেন। শুনানি নিয়ে আদালত রুল দেন।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, 'যারা প্রাথমিক ও অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষায় বৃত্তি পাবে তাদের কাছ থেকে টিউশন ফি আদায় করা যাবে না' সরকারের এমন কঠোর নির্দেশনা থাকলেও তা মানছে না বেসরকারি নামি স্কুলগুলো। ভর্তি ফি, বৃত্তিপ্রাপ্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বৃত্তিপ্রাপ্ত : শিক্ষার্থীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিবন্ধন ফি, উন্নয়ন ফি, টিউশন ফিসহ সব ধরনের ফি-এর টাকাই বৃত্তিপ্রাপ্ত
শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করছে এসব
মাধ্যমে ততটা আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে না স্বী
রাজধানীর ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড
কলেজ, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়সহ বি
শিক্ষার্থীদের পুরো মাসিক বেতন (টিউশন
বাইরেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই প্রব
লাইনস স্কুলসহ অনেক স্কুলে বৃত্তিপ্রাপ্তদের
আদায় করা হচ্ছে।

আমির হোসেন বলেন, এ বছরের ২৪ মে
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সব মেধাবৃত্তি ও
বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। প্রতি
অনুসরণ না করে ভিকারুননিসা নূন স্কুল
অ্যান্ড কলেজ, মণিপুর উচ্চবিদ্যালয়সহ
বেতন বা টিউশন ফি নিচ্ছে। এটি ওই নি

মঙ্গলবার, ৪ অক্টোবর ২০১৬